

সাই ফাই থ্রিলার
আরেক মানব

সাই ফাই থ্রিলার

আরেক মানব

আরকান ফয়সাল



 অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪৩০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
প্রণব রায়
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ফ্রব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

Arek Manob by Arkan Foisal

Translated by **Golam Rahman**

Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash

38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar

Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100

Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970

e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2024

Price : 250.00

US \$ 05

ISBN 978 984 98564 6 7

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন

www.anindyaaprokash.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৫৭১১১৯৬৬৬

www.rokomari.com/anindyaaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭

www.othoba.com/anindyaaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০

www.boibazar.com/anindyaaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০

www.prothoma.com/publisher/অনিন্দ্য-প্রকাশ ফোনে অর্ডার করতে ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩

www.boiferry.com/publisher/anindya-prokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬৩৮১১২১১২

উৎসর্গ

বেশকিছু দিন আগে একটি ছোটো মেয়েকে দেখে
ছিলাম ফুল বিক্রি করতে। সেই মেয়ের রক্ষ চূলে
একটা সুন্দর প্রজাপতি উড়ে এসে বসেছিল। মেয়েটিকে
প্রজাপতির জন্য এতটাই সুন্দরী লাগছিল যে তখনই
সেই মেয়েটির নাম করন করলাম অরণ্যের রানী।

বইটি সেই অরণ্যের রানীকে উৎসর্গ করলাম যে কি না
জানেই না তার রক্ষ চূলে একটি দারুণ প্রজাপতি
গম্ভীর হয়ে বসে আছে।

আমরাও এমন অনেককিছু জানি না। অনেককিছুই...



ফিরোজ ফ্রীজ থেকে ঠান্ডা পানির বোতল বের করলো। তারপর দুটোক পানি খেলো। চোখে মুখে একরকম তৃপ্ততা। একপ্রকার প্রশান্তি। হাঁটা চলা খুব ধীর এবং স্থির। অসম্ভব রকম শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। কিন্তু বাইরে থেকে শান্ত দেখালেও ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে আছে সে। কারণ আজ একটা বিশেষ দিন। সেই দিন, যেই দিনের জন্য সে অপেক্ষা করছে। দীর্ঘ বছর। তার ক্যারিয়ারের সবটুকু সময় ধরে। আজ তার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। এই স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে বিশ্বাস, অবিশ্বাস, নিষ্ঠুরতা আর স্বার্থপরতার একটি জীবনযাত্রাকে। আজ সে প্রায় অমর মানুষ হতে চলেছে। সে আয়ু পেয়ে যাবে মানুষদের চাইতে কয়েক গুণ বেশি। হতে পারে তিনশ, চারশো, বা পাঁচশো বছরের আয়ু। সেই আয়ু পাবে সে একটি ক্ষুদ্র মানবের কাছ থেকে। হ্যাঁ ক্ষুদ্র মানব। যারা মানুষের মত দেখতে, কিন্তু আকৃতিতে খুব ছোটো। তিন ইঞ্চি সমান আকার। এই ক্ষুদ্র মানবের অস্তিত্ব সম্পর্কে সে ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে জানতো। একসময়। আরেকজন সায়েন্টিস্ট। একজন টিচার। যার স্টুডেন্ট ফিরোজ নিজেই। এবং সেই টিচারের সবচাইতে প্রিয় স্টুডেন্ট সে। সেই সায়েন্টিস্ট গোপনে ক্ষুদ্র মানবের ওপর গবেষণা করতো। আর সেই সায়েন্টিস্ট প্রথম সন্ধান পায় একটি ক্ষুদ্র মানবের।

ফিরোজ তার খুব প্রিয় স্টুডেন্ট ছিল। তাই তার পারসোনাল ল্যাবে প্রায় যাওয়া আসা করতো ফিরোজ। একদিন ফিরোজ কোনো এক কারণে তার টিচারের ল্যাবে যায় তার সঙ্গে দেখা করতে। ল্যাবে গিয়ে দেখে টিচার ওয়াশরুমে। কিন্তু তখন সে একটি অদ্ভুত কিছু দেখতে পায় যা দেখে নিজের দুচোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সেটা হলো একটা টিউবে একটি মানুষ। তিন ইঞ্চির ছোটো একটি মানুষ। জীবন্ত, কিন্তু ঘুমন্ত। তখন কাঁপা কাঁপা শরীর নিয়ে টিউবটির চারপাশে ঘুরে ঘুরে অবাক চোখে দেখতে লাগলো ফিরোজ। আর এটাও বুঝতে পারলো তার টিচার গোপনে গোপনে কোনো গবেষণা করছে। সেটা না হলে এমন একটি ঘটনা সে লুকিয়ে

রাখতো না। সবার সামনে উন্মোচন করতো। কিন্তু সেটা সে করেনি। এর একটাই কারণ। ব্যপারটি সে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র মানবকে সে পেল কোথায়? কী করে? আর গবেষণার বিষয়টি কী? এটা সে জানে না। কিন্তু তার তো সেটা জানতেই হবে।

ঠিক এমন সময়ে তার টিচার বেড়িয়ে এলো ওয়াশরুম থেকে। তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে একটা সেলফের পাশে লুকিয়ে পড়লো ফিরোজ। টিচার ক্ষুদ্র মানবের টিউবটাতে আঙুল বুলিয়ে ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা নোটবুক বের করলো। সেটার কিছু পৃষ্ঠা ওলটালো কিছু লিখলো, এক দৃষ্টি নিয়ে দেখলো, ভাবলো, তারপর আবার রেখে দিলো।

এই সবকিছু সেলফের আড়াল থেকে দেখলো ফিরোজ। বুঝতে পারলো এই নোটবুকে এই ক্ষুদ্র মানবের সম্পর্কিত তথ্য লেখা আছে। নোট বুকটা রেখে পাশের রুমে টিচার যেতেই সেলফের আড়াল থেকে বের হয়ে দ্রুত ল্যাব থেকে চলে গেল ফিরোজ।

কিন্তু স্থির থাকতে পারলো না সে। বারবার শুধু চিন্তা করতে লাগলো ক্ষুদ্র মানবের কথা। তার টিচার পেল কী করে ক্ষুদ্র মানবকে? কী করবে সে ওটাকে দিয়ে? সবকিছু আছে লেখা নোটবুকে। নোট বুকটা যে করেই হোক না কেন সেটা তার চাই-ই চাই। তাহলে জেনে যাবে সে সবকিছু।

সাতদিন পর!

ফিরোজ প্রস্তুত হয়েই গেল নোটবুকটা আনতে। ল্যাবের দরজা আজ লক করা। সুইচ দিলো ফিরোজ। সংকেত হতে ল্যাব থেকে বের হলো তার টিচার। ফিরোজকে দেখে অন্যবারের মতো খুশি হলো না সে। বরং কিছুটা অপ্রস্তুত হলো যেন। বলল এখন আমি তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারবো না ফিরোজ। আমি পরে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

টিচারের দিকে রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইলো ফিরোজ বিশেষ কোনো কাজে আছেন কি?

বিশেষ কাজ! চোখ দুটো উজ্জ্বল হলো টিচারের। হ্যাঁ বলতে পারো ফিরোজ কাজটা বিশেষ।

সেই বিশেষ কাজটা কী স্যার? জানতে পারি?

অবশ্যই। কিন্তু এখন নয়। সময় হলে জানতে পারবে। শুধু তুমি কেন? সবাই জানতে পারবে।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার জানতে পারার সময় চলে এসেছে।

ফিরোজের কথা শুনে সেই কথার অর্থ বুঝতে পারলো না টিচার। তুমি কী বলতে চাইছো ফিরোজ?

কণ্ঠস্বর খুব স্বাভাবিক রেখে বলল ফিরোজ আমি বলতে চাইছি আপনার ক্ষুদ্র মানবের কথা।

ফিরোজের কথা শুনে কিছুটা ধাক্কা খেলো যেন টিচার। অবাক চোখে ফিরোজের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল ক্ষুদ্র মানবের ব্যাপারটা তুমি জানলে কী করে?

টিচারের প্রশ্নের উত্তরে হাসি দিয়ে যেন অদৃশ্য এক জবাব দিলো ফিরোজ।

তুমি তাহলে আমার ল্যাভে এসেছিলেন? আর এসে ক্ষুদ্র মানবকে দেখে গেছো?

হ্যাঁ।

ল্যাভে যখন এসেছিলে আমার সঙ্গে দেখা না করে কেন গেলে?

দেখা করিনি কারণ আপনি চাইছিলেন না কেউ জেনে ফেলুক আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে কোন বিষয়ের ওপর গবেষণা করছেন।

হ্যাঁ এটা সত্যি যে আমি গোপনে গোপনে একটা গবেষণা চালাচ্ছি। আর বিষয়টা সবার সামনে এখনই তুলে ধরতে চাইনি গবেষণার দিকটা ভেবেই। চেয়েছিলাম আগে যেটা গবেষণা করছি সেটা সাকসেস হওয়ার পরই সবাইকে জানানো। কিন্তু তুমি যখন জেনে গেছো তখন তোমাকে বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ তুমি জানো আমি তোমাকে পছন্দ করি। আর তোমার ওপর আমার বিশ্বাস এবং ভরসা দুটোই আছে যে তুমি এই বিষয়টা আমার অনুমতি ছাড়া আর কাউকে জানাবে না। কারণ এই বিষয়টা এতটাই সাংঘাতিক যে এই ক্ষুদ্র মানব যদি অন্য কারো হাতে চলে যায়, বিশেষ করে কোনো খারাপ মানুষের হাতে তাহলে সেটা মারাত্মক ভয়ংকর ব্যাপার হবে। তুমি জানতে চাও সবকিছু ফিরোজ?

হ্যাঁ। জানতে চাই।

এসো তবে। এটা বলে দরজা থেকে সরে গেল টিচার।

টিউবটা বের করলো টিচার। যেটাতে ক্ষুদ্র মানব ঘুমিয়ে। টিউবটা ফিরোজের চোখের সামনে নিয়ে এসে বলল এই ক্ষুদ্র মানবকে আমি আবিষ্কার করেছি। এটাকে আমি খুঁজে বের করেছি। আর এটাকে নিয়ে গবেষণা করছি। আমি জানতে চাইছি এই ক্ষুদ্র মানবের প্রজাতির আবাসস্থল কোথায়। আমি এই পুরো জাতির খোঁজ পেতে চাই। তারপর পৃথিবীবাসীকে চমকে দিতে চাই আমার এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে।

টিচারের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে তারপর আবার তাকালো ফিরোজ ক্ষুদ্র মানবের দিকে। আপনি এই ক্ষুদ্র মানবকে কোথায় পেয়েছেন?

জানাবো। জানাবো। শীঘ্রই সব জানতে পারবে। তবে আমি আগে সবকিছু জানতে চাই তারপর জানাতে চাই।

ফিরোজের মনে তখন অন্য একটি চিন্তা এলো। সে বুঝতে পারলো তার টিচার যেটা চাইছে সেটা যদি সে করে ফেলতে পারে তাহলে গোটা পৃথিবী তাকে বাহবা দিবে। পৃথিবীর একজন অন্যতম সায়েন্টিস্ট ভাবা হবে তাকে। কিন্তু যেহেতু এই গবেষণার বিষয়টি তারা দুজন ছাড়া আর কেউ জানে না সেহেতু একটা সম্ভাবনা খোঁচা দিচ্ছে ফিরোজের মনে। সেটা হলো যে খ্যাতি টিচার পেতে চলেছে সেই খ্যাতি চাইলে সে নিজেই পেতে পারে। টিচারের কাছ থেকে ক্ষুদ্র মানবকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই তো গবেষণা করতে পারে। আর গবেষণা চালাতে খুব একটা সমস্যা হবে না। কারণ নোটবুকে স্যার নিশ্চয় এমন গোপন কোনো কথা লিখে রেখেছে যেটা তার গবেষণাকে আরো সাহায্য করবে।

টিউবটিতে আবার আঙুল বুলিয়ে বলল, বুঝলে ফিরোজ! আমি পৃথিবীর মধ্যে প্রথম সায়েন্টিস্ট যে কি না পৃথিবীতে সবচাইতে আশ্চর্য মানুষদের উন্মোচন করবে। কিন্তু তার আগে এই ক্ষুদ্র মানবটাকে সুস্থ করে তুলতে হবে। এই টিউবের মধ্যে থাকা ক্ষুদ্র মানবটির কিছু একটা অসুখ করেছে। এখনো ধরতে পারছি না সেটা। কিন্তু সেটা ধরবার চেষ্টা করার সময় কী জেনেছি বলতে পারো তুমি ফিরোজ? ফিরোজের দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকালো টিচার।

কী? কী জেনেছেন? প্রচণ্ড কৌতূহল ঝরে পড়লো ফিরোজের কণ্ঠ দিয়ে।

জানাবো। অবশ্যই জানাবো। এখন তুমি আসতে পারো ফিরোজ। আমি এটাকে সুস্থ করার চেষ্টা করবো। সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। এটা বলে সে ক্ষুদ্র মানবটার দিকে ঝুঁকলো।

ফিরোজ কিন্তু ল্যাব ছেড়ে চলে যায়নি। সে সেখানেই আছে। বেশ কিছুসময় পর সে বলল, আমার ক্ষুদ্র মানবটাকে চাই স্যার।

চমকে উঠলো টিচার। কারণ সে ভেবেছিল ফিরোজ ল্যাব ছেড়ে চলে গেছে। সে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, কিছু বললে তুমি ফিরোজ?

আগের কথাটাই বলল ফিরোজ, আমার ক্ষুদ্র মানবটাকে চাই স্যার।

ক্ষুদ্র মানবটাকে চাই মানে? অবাক হলো টিচার

টিউবটার কাছে এসে সে বলল, আমি চাই পৃথিবীবাসী জানুক ক্ষুদ্র মানবকে আপনি না, আমি আবিষ্কার করেছি।

এসব তুমি কি বলছো ফিরোজ? চেহারাটা কালো হয়ে উঠলো টিচারের। ফিরোজের কাছ থেকে এমন কথা সে আশা করেনি।

ল্যাবের মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে ফিরোজ, আমি ঠিক বলছি স্যার।

এটা আমার গবেষণা। আমার গবেষণার সাবজেক্ট আমি তোমায় দেবো কেন? এটা তো অন্যায়। নিজের সঙ্গে নিজের অন্যায়। মেঝে থেকে চোখ ওঠালো ফিরোজ। শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনি যদি ক্ষুদ্র মানবটাকে আমাকে না দেন তাহলে আমার যে অন্যায় করতে হবে স্যার।

কী বোঝাতে চাইছে তুমি ফিরোজ?

আমি যেভাবে হোক আপনার কাছ থেকে ক্ষুদ্র মানবটিকে চাই। যে কোনো মূল্যে।

চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে ফিরোজের। চোখ দুটোর ইঙ্গিত বুঝিয়ে দিলো সে কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে চলেছে।

স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল টিচার, ফিরোজ, তুমি আমার সবচাইতে প্রিয় স্টুডেন্টদের মধ্যে একজন। তোমাকে আমি অন্যদের সবার চাইতে বেশি ভালোবাসি। স্নেহ করি।

অকৃতজ্ঞ হলো না ফিরোজ। অস্বীকার করছি না স্যার। কিন্তু ক্ষুদ্র মানবটাকে আমার প্রয়োজন।

আমি এটাকে কোনোভাবেই তোমাকে দেবো না।

কিন্তু আমি তো নিয়েই যাবো। এটা বলে ফিরোজ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো টিচারের দিকে। সেলফ থেকে তুলে নিয়েছে নাইট্রিক এসিডের বোতল।

ফিরোজ এগিয়ে এলো ধীরে ধীরে আর স্যার পিছিয়ে গেল ধীরে ধীরে। একজন জীবন নিতে আরেকজন জীবন বাঁচাতে।

আর সময় দেবে না সে টিচারকে। যদি সে তাকে ক্ষুদ্র মানবটাকে দিয়েও দেয় এতে প্রমাণ থেকেই যাবে যে ক্ষুদ্র মানবের আবিষ্কার সে করেনি। কারণ প্রমাণ থেকে গেলে সত্যিটা একদিন না একদিন অবশ্যই ফাঁস হবেই। তাই সে প্রমাণ লোপাট করতে চায়।

পিছিয়ে যেতে যেতে স্যারের পিঠ ল্যাবের দেওয়ালে গিয়ে ঠেকলো। ফিরোজ! তুমি একজন ভবিষ্যৎ সায়েন্টিস্ট। আর তোমার সেই যোগ্যতা তোমাকে নিজ গুণে, জ্ঞানে, পরিশ্রমে প্রমাণ করতে হবে। অন্য কারো পরিশ্রম চুরি করে, ছিনিয়ে নিয়ে নয়।

উপদেশ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ স্যার। এটা বলে ফিরোজ বোতলের মুখ খুলে স্যারের দিকে নাইট্রিক এসিড ছুড়ে দিলো।

টিউবটা আর নোটবুকটা নিয়ে ল্যাব থেকে দ্রুত চলে গেল ফিরোজ। এসিডে গলে যাওয়া তার স্যারকে একা ল্যাবে রেখে।

নোট বুক থেকে এমন একটি কথা জানতে পেরেছে ফিরোজ, যেটা জেনে সে প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার টিচার মৃত্যুর আগে প্রায় অমর হওয়ার ফর্মুলা লিখে রেখে গেছে। ক্ষুদ্র মানবের শরীর থেকে একপ্রকার ইলেকট্রন বের হয় যেটা কোনোভাবে যদি মানব শরীরে ট্রান্সফার করানো যায় তাহলে সেই মানুষটার আয়ু স্বাভাবিক মানুষের আয়ু থেকে কয়েক গুণ আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। এখন শুধু আবিষ্কার করতে হবে ক্ষুদ্র মানবের শরীরের ইলেকট্রন ট্রান্সফার করার মেশিন। যদিও সেই মেশিনের সূত্রও লেখা আছে নোটবুকটাতে। আর সে সেই সূত্র ধরে আর নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আবিষ্কার করে ফেলেছে এমনই একটি মেশিন যেটা শুধু ক্ষুদ্র মানবের ইলেকট্রন নয়, ক্ষুদ্র মানবের সমস্ত আয়ুও ট্রান্সফার করে নিয়ে আসা যায়। আর যেটার কারণে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পাবে আরো কয়েকগুণ। আর সেই সঙ্গে সে আরেকটি কাজও করেছে। তার এই গবেষণা আর গোটা ক্ষুদ্র মানবদের ধরার জন্য তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। এদিকে সবাই জানতে পারে তাদের টিচার ল্যাভে গবেষণা করতে গিয়ে মারা গেছে। কেউ ধরতে বা বুঝতে পারেনি এটা খুন। আর সেই খুনটা করেছে ফিরোজ। তাই সে সবাইকে বলে তার টিচার ল্যাভে এসিড পরে ঝলসে মারা যাবার আগে তাকে একটা নোট বুক দিয়ে যায়। যে নোট বুক ক্ষুদ্র মানবদের কথা বলা ছিল। নোটবুকে আসলেই লেখা ছিল ক্ষুদ্র মানবদের কোথায় পাওয়া যাবে। কোথায় তাদের আবাসস্থল। সেটা হলো পাহাড়ের গভীরে। পাহাড়ের একেবারে শেষের স্থানে। টিচার তার সেই ক্ষুদ্র মানবকে একটা পাহাড়ের চিড় থেকে পেয়েছে এবং গবেষণা করে বুঝতে পেরেছে তাদের আবাসস্থলটা কোথায়। কিন্তু এসব কথা বলেনি ফিরোজ। এসব লেখা পৃষ্ঠাগুলো ছিড়ে ফেলেছে নিজের কাছে রেখেছে সে। সে এমন কথাগুলো বা পৃষ্ঠাগুলো সবার সামনে উন্মোচন করেছে যেটা থেকে সবাই সবকিছু বুঝতে না পারে। আর সে যেন তার গবেষণা তার মতো করে চালিয়ে যেতে পারে। তখন তাকে লিভার করে একটা সায়েন্টিস্ট টিম বানানো হয়, যে টিমের কাজ ক্ষুদ্র মানবদের সন্ধান করে। ফিরোজ ক্ষুদ্র মানবদের কথা ফাঁস করে দেওয়ার পেছনে কারণ ছিল। সেটা হলো ক্ষুদ্র মানবদের এখন আবিষ্কার করলে সেই খ্যাতি সে পাবে। যেহেতু তার টিচার এখন নেই। সেই তার মৃত টিচারের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছে। আর ক্ষুদ্র মানবদের আবিষ্কার করা গেলে সে সেই ক্ষুদ্র মানবদের দিয়ে তাদের আয়ু ট্রান্সফার করবে। আর সে সেগুলো নিজের শরীরে ট্রান্সফার করবে এবং পৃথিবীর বড়ো বড়ো বিত্তশালীদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা নিয়ে সে সেই ক্ষুদ্র মানবদের আয়ুগুলো তাদের

কাছে বিক্রি করবে। এতে করে সে একসময় পৃথিবীর অন্যতম ধনী ব্যক্তি হয়ে যাবে।

আর আজ সেই দিন। সেই বিশেষ দিন। আজ সে সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছে যে পদ্ধতিতে সে ক্ষুদ্র মানবের আয়ু মানব শরীরে ট্রান্সফার করে নিয়ে আসতে পারবে। আর সেটা সে করবে নিজের শরীরের সঙ্গে। আর এই দিনের জন্য তার অপেক্ষা করতে হয়েছে বহু বছর। সেই ক্ষুদ্র মানবটা এখনো বেঁচে আছে। এখনো সে সেই টিউবে। যদিও ফিরোজের টিচার বলেছিল ক্ষুদ্র মানবটা অসুস্থ এবং সে সেটাকে সুস্থ করার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু সেই চেষ্টাটা ফিরোজ করেনি। সে শুধু একরকম মেডিসিন দিকে ক্ষুদ্র মানবটাকে কোনোরকম বাঁচিয়ে রেখেছে। কারণ সে বুঝতে পেরেছে যে এভাবে রাখলেও ক্ষুদ্র মানবটা আরো বহু বছর বেঁচে থাকতে পারবে। যদিও যন্ত্রণা ভোগ করবে সে। কিন্তু সেটাতে ফিরোজের কিছু আসে যায় না।

ক্ষুদ্র মানবটাকে ফিরোজ তার তৈরি অদ্ভুত রকম মেশিনে সেট করে সেও সেট হলো সেই মেশিনে। তারপর যখন সুইচ অন করতে যাবে ঠিক তখনই সে শুনতে পেলো ফিরোজ ভাই! ফিরোজ ভাই!

চমকে উঠলো ফিরোজ। কারণ সে দেখেলো তাকে খুঁজতে খুঁজতে ল্যাভে ঢুকে পড়েছে তার টিমের একজন সায়েন্টিস্ট এবং তার সবচাইতে কাছের বন্ধু রায়হান আশরাফের স্ত্রী, ইয়াছমিন। ফিরোজ আজ এতটাই উত্তেজিত ছিল যে ল্যাভের দরজা বন্ধ করতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। আর তার ল্যাভের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজনও খুব একটা ছিল না। কারণ তার ল্যাভে ঢুকবে এমন কেউ এ বাসায় নেই। তার নেই কোনো স্ত্রী সন্তান পরিবার পরিজন। আছে কয়েকজন বাসার কাজের মানুষ। যাদের ভুল করেও কোনোদিন সাহস হবে না ল্যাভে প্রবেশ করার। ল্যাভে প্রবেশ করার অনুমতি, সাহস, আছে শুধু রায়হান আশরাফের। কিন্তু আজ ইয়াছমিন চলে এসেছে ল্যাভে। প্রথমবারের মতো।

ইয়াছমিন এসেছে আজ ফিরোজের কাছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে। বিশেষ প্রয়োজনটা হলো সামনে তাদের ম্যারেজ ডে। রায়হান আশরাফ কাজের চাপে ম্যারেজ ডের কথা ভুলে গেছে। তাই সে এসেছিল ফিরোজের কাছে যে তাদের ম্যারেজ ডে তে ফিরোজ যেন এমন কিছু করে যেটার জন্য রায়হান আশরাফ চমকে যায়। তাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছে ইয়াছমিন। ফিরোজকে ঘরে না পেয়ে তাকে খুঁজতে খুঁজতে সোজা ল্যাভে চলে এসেছে সে। বাসার কাজের মানুষের কেউ ইয়াছমিনকে ল্যাভে ঢুকতে নিষেধ

করেনি। কারণ আজ বাসার সব কাজের মানুষকে ফিরোজ চলে যেতে বলেছে। সে আজ সম্পূর্ণ বাসায় একা থাকতে চেয়েছিল। যেন তার কাজের সাক্ষী সে ছাড়া আর কেউ না থাকে।

ইয়াছমিনকে দেখে ভীষণ রকম ধাক্কা খেলো ফিরোজ। কারণ ইয়াছমিন দেখে ফেলেছে ক্ষুদ্র মানবকে। আর দেখে তার চোখ দুটো অবাক হয়ে গেছে। সে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল ফিরোজ ভাই! এটা কি? এত ছোট? এটাই কি আপনাদের ক্ষুদ্র মানব? যাদের পাবার জন্য আপনারা সায়েন্টিস্টরা এত মরিয়া হয়ে আছেন! পেয়ে গিয়েছেন সেই ক্ষুদ্র মানবকে? কবে পেলেন? আপনার বন্ধু তো আমাকে এই ব্যাপারে কিছু বলেনি! কী অদ্ভুত দেখতে!

একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো ফিরোজের। শুভ কাজে বাধা পেলে যেমনটা হয় তেমন। নিজের শরীর থেকে তারগুলো খুলে ফেলল ফিরোজ। মেশিন থেকে নেমে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল হ্যাঁ ইয়াছমিন! এটা ক্ষুদ্র মানব। যেটাকে আমি রায়হান আশরাফ বা আমরা সায়েন্টিস্টরা খুঁজছি।

ক্ষুদ্র মানবটার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে যেতে ইয়াছমিন বলল, আপনি কবে পেয়েছেন ক্ষুদ্র মানবটাকে? আপনার বন্ধু আমাকে তো কিছু বলেনি। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে ক্ষুদ্র মানবটাকে। যেন নিজের দুচোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

ফিরোজ আবার পানি খেল।

কিন্তু আপনি কী করছেন এটাকে মেশিনে বসিয়ে? আর আপনিই বা নিজের শরীরে এত তার সেট করেছেন কেন? কী করছেন আপনি এটার সঙ্গে?

ভীষণ চরম মুহূর্তে মানুষ আর মিথ্যা কথা বলে না। তাই সত্যি কথাটা বলল ফিরোজ। আমি আমার আয়ু বৃদ্ধি করছি ইয়াছমিন! ফিরোজের কণ্ঠ ফ্রিজের পানির মতো শীতল।

আপনার আয়ু বৃদ্ধি করছেন মানে কী ফিরোজ ভাই?

সেটা তোমার না জানলেও চলবে। কিন্তু তুমি এই সময়ে এখানে কেন এসেছো ইয়াছমিন? রায়হান আশরাফ এসেছে তোমার সঙ্গে?

না। আপনার বন্ধু আসেনি। আমার একটু প্রয়োজন ছিল আপনার সঙ্গে। তাই এখানে এসেছি আমি।

প্রয়োজনটা কী এটা আর শুনলো না ফিরোজ। সে দ্রুত একটা চিন্তা করে ফেলেছে। সেটা হলো সে এই দীর্ঘ বছর গোপনে গোপনে তার গবেষণা চালিয়ে গেছে আর আজ সেটা দেখে ফেলেছে ইয়াছমিন। আর যখন দেখে ফেলেছে তখন সেটা অবশ্যই রায়হান আশরাফের কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

আর তখন সবাই জেনে যাবে তার কাছে একটা ক্ষুদ্র মানব আছে। ছিল বছর বছর ধরে। আর সে সেটা তার টিমকে কখনো জানায়নি। তখন সে আর তার নিজস্ব স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে না। তার কাছ থেকে ক্ষুদ্র মানব কেড়ে নেবে টিম। শুধু তাই নয়। তার এই কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে টিম থেকে বরখাস্ত করা হবে। এমনকি কারাগারেও যেতে হতে পারে তার। তাই এই কথাটা যেন আর দ্বিতীয় কোনো মানুষের কাছ পর্যন্ত না পৌঁছায় সেই ব্যবস্থা করবে সে। তার এতদিনের স্বপ্ন এত সহজে ধুলোয় মিশিয়ে যেতে দেবে না সে। ইয়াছমিনের চোখে সে বিস্ময় দেখেছে সেটা সমস্যা না। সমস্যা হলো সে ইয়াছমিনের চোখে প্রশ্ন দেখেছে! যেটা ফিরোজের জন্য অকল্যাণকর। কোনোরকম অকল্যাণ চায় না ফিরোজ।



সিগারেট ধরিয়ে টান দিলো ফিরোজ। টেবিল থেকে একটা কাচের জার মেঝেতে ফেলে দিলো। সশব্দে ভেঙে গেল জারটা। নিজের ভেতরের অস্থিরতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না সে কোনোভাবে। ইয়াছমিনের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কী ব্যবস্থা করবে সে? ভাবছে।

ফিরোজের অস্থিরতা আর চেহারা আর আচরণে কেমন ভীত হলো ইয়াছমিন। সে বলল আমি কি আপনার কোনো সমস্যা করে ফেললাম?

ইয়াছমিনের দিকে না তাকিয়ে বলল ফিরোজ, সমস্যা? কী যে বলো? কেন সমস্যা করবে কেন তুমি?

না মানে, এই যে আপনার গবেষণার সময় আপনাকে ডিসটার্ব করলাম!

চোখ বন্ধ করে সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে বলল, না! কোনো ডিসটার্ব করোনি।

আচ্ছা আমি আজ আসছি। ফিরোজের আচরণ দেখে ভেতরে ভেতরে কেমন একটা শিউরে উঠছে ইয়াছমিন। এ ফিরোজ ভাই যেন অন্যদিনের ফিরোজ ভাই না। আর বাসায় কোনো কাজের মানুষকে দেখেনি সে। সম্পূর্ণ বাসা ফাঁকা।

এখনি কেন? আসলে যখন একটু বসো। ধোঁয়া ছাড়লো ফিরোজ। দ্রুত কিছু ভাবছে ফিরোজ।

ফিরোজের দিকে তাকিয়ে রইলো ইয়াছমিন।

তুমি যখন এসেছো তখন একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।

কাজ? কী কাজ?

তোমাকে একটা চিঠি লিখতে হবে।

চিঠি লিখতে হবে? বুঝতে না পেরে বলল ইয়াছমিন, কার কাছে?

রায়হান আশরাফের কাছে।

আপনার বন্ধুর কাছে? কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ফিরোজ ভাই আপনার কথা।

বসো! আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। চেয়ারের দিকে আঙুল ইশারা করলো ফিরোজ।